কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি সংশোধনমূলক এক্তিয়ার)

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০১৭ সালের সি. আর. আর. ৩৭০৭

স্বদেশ কুমার পল

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী রণজিৎ রায়, উকিল সুশ্রী সুস্মিতা ঘোষ, উকিল শ্রী পরাশর বৈদ্য, উকিল
বিপরীত পক্ষ নং ২-র জন্য	: রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, আইনজীবী শ্রীমতি জয়েতা মিত্র (কৌণ্ডা), আইনজীবী
রাজ্যের জন্য	: শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়ালা, আইনজীবী শ্রী প্যাটিক বোস, আইনজীবী
শুনেছেন	: ১৮.০৮.২০২৩ এবং ১৮.০৯.২০২৩
রায়	**: ২৯ "সেপ্টেম্বর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে,</u>

১) এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (এরপরে সিআরপিসি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ১২৫ ধারার অধীনে ২০১২ সালের ৭৩ নং বিবিধ মামলার বিষয়ে কলকাতার পারিবারিক আদালতের অতিরিক্ত প্রধান বিচারপতি কর্তৃক গৃহীত ২০১৭ সালের ১০ই আগস্টের রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

২) ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ নম্বর ধারার অধীনে আবেদনকারী অপর পক্ষের ২/স্ত্রী আবেদন করেছিলেন যে, তিনি ২০০৮ সালের জুলাই মাসের ১০ শতাংশ দিনে বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪-এর অধীনে আবেদনকারীকে বিয়ে করেছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাদের বৈবাহিক জীবন শুরু করেছিলেন। তার বৈবাহিক বাড়িতে তাকে একা একটি আর্দ্র ভরা এবং অস্বাস্থ্যকর ঘরে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তার স্বামী কখনই তার সাথে বিছানা ভাগ করে নেননি। তার শাশুড়ি তার সাথে দুর্ব্যবহার করতেন এবং গৃহপরিচারিকা হিসেবে তাকে গৃহকর্মী হিসেবে সকল কাজকর্মে নিমগ্ন করার উদ্দেশ্যে গৃহপরিচারিকাকে স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। সর্বোপরি, তার স্বামী মদ্যপান করে বাড়ি ফিরে এসে কোনও কারণ ছাড়াই তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং এর ফলে আবেদনকারী এবং তার মা তাকে ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার করে।

অবশেষে, তাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে তার পিতামাতার বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় এবং তার বিবাহিত বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সহায়তায় নিজেকে পরিচালনা করতে হয়। আবেদনকারী/স্বামী প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও তাকে ভরণপোষণ বাবদ একটি পয়সাও দেননি।

৩) সেই আবেদনকারী/স্বামীর বিরোধিতা করে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে লিখিত আপত্তি দায়ের করে একটি লিখিত আপত্তি দায়ের করে যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তার কোনও আয় নেই এবং তার স্ত্রীর উপর নির্যাতনের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে যে তাদের বিয়ের ঠিক পাঁচ দিন পরে একা চলে গেছে।

৪) ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে আবেদনের সমর্থনে, বিপরীত পক্ষ নং ২/স্ত্রী তিনজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিলেন, যেমন বিপরীত পক্ষ নিজে প্রসিকিউশনের সাক্ষী- ১, একজন প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ হিসাবে গোপাল চন্দ্র ঘোষ এবং তার বিবাহিত বোন শ্রীমতী সোমা নাথ প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ৩ হিসাবে। বিপরীতে, আবেদনকারী/স্বামী নিজেকে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ এবং তার শ্যালক অমিত কুমার পালকে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন।

৫) লেফটেন্যান্ট অ্যাডিশনাল প্রিন্সিপাল জজ, রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ মূল্যায়ন করার পর, আবেদনকারী/স্বামীকে প্রতি পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে ১০,০০০ টাকা ভরণপোষণের আদেশ লিপিবদ্ধ করেন।

৬) আবেদনকারী/স্বামীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে এল. ডি. আইনজীবী, মিঃ রণজিৎ রায় যুক্তি দিয়েছেন যে বিজ্ঞ বিচারক বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে আবেদনটি বিপরীত পক্ষ ২ (স্ত্রী) দ্বারা ১৮.১০.২০১২-এ দায়ের করা হয়েছিল যখন তিনি স্বেচ্ছায় তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার তারিখ থেকে ৪ বছর পরে।

৭) শ্রী রায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় প্রার্থনার ছাড় অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার উপর নির্ভরশীল কারণ বিজ্ঞ বিচারক দ্বারা নির্ভর করা পরামিতিগুলি, অন্যদিকে আংশিকভাবে বিপরীত পক্ষের ২ (স্ত্রী) এর প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া আইন অনুসারে নয়।

৮) এটি আরও বলা হয়েছে যে বিপরীত পক্ষ নং ২ (স্ত্রী) তার বিবাহের তারিখ থেকে মাত্র ৫ দিন পরে তার সমস্ত জিনিসপত্র, গহনা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে নিজের ইচ্ছায় তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং তার স্বামী (এখানে আবেদনকারী) বা তার কোনও আত্মীয়ের পক্ষ থেকে কোনও ইচ্ছাকৃত লাঠির জন্য নয়। বিপরীত পক্ষ নং ২-এর জেরা থেকে আরও স্পষ্ট যে সে অস্পষ্ট কারণ দেখিয়ে তার বৈবাহিক বাড়িতে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল। এই পরিস্থিতিতে, সে কোনও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী নয়।

৯) মিঃ রায় আরও দাবি করেছেন যে সাক্ষীদের জবানবন্দি থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বিপরীত পক্ষ নং ২ (স্ত্রী) একটি প্রাইভেট সেক্টরে চাকরি থেকে ১০,০০০/- টাকা প্রতি মাসে আয় করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। সুতরাং, বিপরীত পক্ষ ২ (স্ত্রী) স্ত্রীদের শ্রেণির মধ্যে পড়তে পারে না, যারা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে অক্ষম, এবং এর ফলে কোন খোরপোষের অধিকারী নয়।

১০) এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, বিজ্ঞ বিচারকের, রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণ আবেদনকারীর (স্বামী) প্রচলিত উপায়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরন্তু, বিপরীত পক্ষ ২ তার দাবি অনুযায়ী কোনও গহনা দোকানের নির্দিষ্ট উল্লেখ দিতে পারেনি, কিন্তু মাননীয় আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্য অস্পষ্ট দাবি করার চেষ্টা করেছিল, যখন সে তার জেরা চলাকালীন স্বীকার করেছিল যে সে তার স্বামী (আবেদনকারী) দ্বারা উক্ত দোকানগুলির মালিকানা সম্পর্কিত তার যুক্তির সমর্থনে কোনও নথি উপস্থাপন করতে অক্ষম।

১১) এর পরে, এটি বলা হয় যে আবেদনকারী এবং তার ভাই আইন কোনো উৎস থেকে কোনো আয় থাকার কথা অস্বীকার করেছিল যাই হোক এবং বেকার ছিল. এই বাস্তবতা থেকে গেল ব্যাপক জেরা-পরীক্ষার সময়ও অবিচল। এই ধরনের ভিত্তি দ্বারা নির্ধারিত খোরপোষের পরিমাণ। বিচারক, আবেদনকারীর মানের জন্য অত্যন্ত উচ্চ এবং এইভাবে বিজ্ঞ বিচারক সম্পূর্ণভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে আদেশ দেন আইনের সুনিয়ন্ত্রিত নীতি সম্পর্কে অবজ্ঞা করে।

১২) বিপরীতে, ২/স্ত্রী পক্ষের আইনজীবী শ্রী রাজকৃষ্ণ মণ্ডল ও প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২-এর প্রমাণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কারণটি এই সাক্ষ্য দিয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে ২/স্ত্রী তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকতে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি আবেদনকারী/স্বামীর পক্ষ থেকে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রচেষ্টা না করার বিষয়ে ২ নং বিপরীত পক্ষের প্রমাণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

১৩) শ্রী মণ্ডল আরও উল্লেখ করেছেন, বিপরীত পক্ষের যথেষ্ট উপায় প্রমাণ করতে ব্যর্থতা সম্পর্কে ২/স্ত্রী একটি বেসরকারী সংস্থায় কাজ করে প্রতি মাসে ১০,০০০/- টাকা উপার্জন করে।

সিদ্ধান্তঃ-

১৪.) এটি বিতর্কিত নয় যে এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের উভয় পক্ষই আইনত বিবাহিত দম্পতি।

বিপরীত পক্ষ নং ২/ স্ত্রী কোনও পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই আবেদনকারী/স্বামীকে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করেছে কি না

১৫) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১২৫ অধীনে আবেদনে বিপরীত পক্ষের ২/স্ত্রী অভিযোগ করেন যে তিনি তার বিবাহের বাড়িতে মাত্র কয়েক দিন থাকতে পারেন এবং সেই সময়কালে তার স্বামী ও শাশুড়ির নির্দেশে তাকে মানসিক নির্যাতন করা হয়।

অন্যদিকে, আবেদনকারী/স্বামী তার লিখিত আপত্তিতে অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযোগ করেন যে তার স্ত্রী/বিপরীত পক্ষ নং ২ কোনও পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই তার বৈবাহিক বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তাও বিয়ের মাত্র ৫ দিনের মধ্যে।

১৬) অপর পক্ষ ২/স্ত্রী (প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১)-এর বিপরীতে প্রমাণটি সিআরপিসির ১২৫ ধারার অধীনে পিটিশনে করা যুক্তিগুলিকে সমর্থন করেছে এবং আবেদনকারী/স্বামী তার সাক্ষ্যে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তবে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ (আবেদনকারীর শ্যালক) নীচে উদ্ধৃত হিসাবে তার জেরাটিতে বিশেষভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেনঃ-

"আবেদনকারী/স্ত্রী তার শ্বশুরবাড়িতে থাকতে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এইভাবে, সে বিপরীত পক্ষ./স্বামী -এর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।"

১৭) অতএব, এটি এমনকি অনুমান করা যায় না যে বিপরীত পক্ষ নং ২/স্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই তার স্বামী/আবেদনকারীকে ত্যাগ করেছে।

<u>বিরোধী পক্ষ ২/স্ত্রীর নিজেকে বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত উপায় আছে কি না</u>

১৮) বিপক্ষ পক্ষ নং ২/স্ত্রী ১২৫ ধারার অধীনে তার আবেদনে বলেছেন যে তার নিজের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত উপায় নেই।

কিন্তু লিখিত আপত্তিতে আবেদনকারী/স্বামী অভিযোগ করেছেন যে, বিপরীত পক্ষ নং ২/স্ত্রী একটি বেসরকারি কোম্পানির কর্মচারী হওয়ায় প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০,০০০/- টাকার আয় করেন। প্রমাণ যাচাই-বাছাই করে আমি বিপরীত পক্ষ নং ২/স্ত্রীর পর্যাপ্ত অর্থের প্রমাণ হিসেবে নথি আকারে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইনি। অতএব, আবেদনকারী/স্বামীর পক্ষ থেকে বিপরীত পক্ষ নং ২/স্ত্রীর আয়ের সমর্থনে কোনও নথি উপস্থাপনে ব্যর্থতা বিপরীত পক্ষ নং ২/স্ত্রীর এই যুক্তিকে আরও জোরদার করে যে, তার নিজের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

<u>আবেদনকারী/স্বামীর স্ত্রী/বিরোধী পক্ষ ২/পি/এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত আয় আছে কিনা</u>

১৯) আবেদনকারী/স্বামী ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে পিটিশনে লিখিত আপত্তি জানিয়ে প্রকাশ করেছেন যে তিনি কোনও নির্দিষ্ট আয় ছাড়াই সম্পূর্ণ বেকার, যদিও বিপরীত পক্ষ ২/স্ত্রী ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে আবেদনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার স্বামী/আবেদনকারী কমপক্ষে তিনটি দোকানের মালিক এবং তিনি নিজের সোনার অলঙ্কারের দোকান থেকে এবং অন্যান্য দুটি দোকানের ভাড়া থেকে উপার্জন করেন এবং এর ফলে ৪০,০০০ টাকা প্রতি মাসে আয় করেন।

২০) এটা সত্য যে বিরোধী পক্ষের প্রমাণের সময় ২/ওয়াইট সেই দোকানগুলির মালিকানা বা সেখান থেকে আয়ের কোনও একটি টুকরো কাগজ দেখাতে পারেনি। কিন্তু, আবেদনকারীর (প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১) প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে তিনি তাঁর জেরাপত্রে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ-"**আমি বর্তমানে সম্পূর্ণ বেকার। আমি কেবল আমার জীবিকা অর্জনের জন্য অন্যের বাড়িতে গৃহস্থালীর কাজ করি। আমি একজন সক্ষম শারীরিক ব্যক্তি কিন্তু আমার আবেদনকারী/স্ত্রী অসুস্থ এবং অসুস্থ।**" আবার আবেদনকারীর শ্যালককে প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল যিনি নীচে উদ্ধৃত হিসাবে তাঁর জেরা পরীক্ষায় বলেছিলেনঃ" **আমার শ্যালক/অপ বর্তমানে সম্পূর্ণ বেকার। বিপরীত পক্ষ সম্পূর্ণরূপে তার অন্যান্য ভাইদের আয়ের উপর নির্ভরশীল।"** তিনি আরও সাক্ষ্য দেন- **"এটা সত্য যে আমার বিপরীত পক্ষ/শ্যালক মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ এবং তিনি একজন সক্ষম ব্যক্তি।** "

২১) প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ এবং প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২--এর উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী প্রমাণ এই আদালতের মনে একটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ সৃষ্টি করেছে আবেদনকারী/স্বামীর আয়/পর্যাপ্ত উপায়। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ /স্বামীর প্রমাণ কোন পরামর্শ দিতে পারে না কোন আয় অনুমান. যদি তাই হয়, আবেদনকারী/স্বামী আদালতের সামনে তার প্রকৃত আয় প্রকাশ করতে বাধ্য। আয় দমন একটি উপসংহারে আসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে যে আবেদনকারী/স্বামী একজন দক্ষ ব্যক্তি হওয়ার কারণে তার স্ত্রী/বিপক্ষ দল 2 বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট আয় রয়েছে।

২২) উপরের বিষয়গুলির পাশাপাশি দামের ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে ২০১২ সালের ৭৩ নং বিবিধ মামলার বিষয়ে কলকাতার পারিবারিক আদালতের অতিরিক্ত প্রধান বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিমাণের আদেশে আমি হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম।

২৩) সুতরাং, সংশোধনের আবেদনটি ২০১৭ সালের সিআরআর ৩৭০৭ নম্বর হওয়ায় তা খারিজ হয়ে যায়।

২৪) এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

২৫) এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত কপি, যদি প্রয়োগ করা হয় জন্য, সব সঙ্গে সম্মতি উপর পক্ষগুলি সরবরাহ করা হবে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা।প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা।

[বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly